বন্ধুকে ভুল বোঝা

ইয়োব ১৫:১-৩৫

৪-৫ অধ্যায়ে ইয়োবের বন্ধুদের মধ্যে ইলীফস প্রথম নিজের বক্তব্য পেশ করেছিল। তার পর বিল্‌দদ ৮ অধ্যায়ে ও সোফর ১১ অধ্যায়ে নিজেদের কথা জানিয়েছিল। এদের প্রত্যেকের বক্তব্যের যথার্থ উত্তর ইয়োব যথাক্রমে ৬-৭, ৯-১০ এবং ১২-১৪ অধ্যায়ে দিয়েছে। এইভাবে, প্রথম চক্রের *(cycle)* উত্তর-প্রত্যুত্তর শেষ হয়। ১৫ অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় চক্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর ইলীফসের বক্তব্যের দ্বারা শুরু হয়েছে। প্রথম বক্তব্যে ইলীফস যথেষ্ট মার্জিত ভাষা ব্যবহার করলেও, দ্বিতীয় বক্তব্যে ইলীফস অক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করেছে। এই অধ্যায়ের প্রথম থেকেই নিজের সম্বন্ধে ইয়োব যে কাল্পনিক চিন্তা করে, তাকে ইলীফস আক্রমণ করেছে।

ইলীফসের দ্বিতীয় বক্তব্যে দুটি প্রধান দিক স্পষ্ট:-

(১) প্রজ্ঞা সম্বন্ধে ইয়োব যে দাবি করেছে, তা অস্বীকারের বাদানুবাদ (২-১৬ পদ), এবং

(২) দুষ্টদের প্রতি ধিক্কারের মাধ্যমে ইয়োবের প্রতি নির্দেশ (১৭-৩৫ পদ)।

প্রথম অংশে ইলীফস ইয়োবকে কঠোর তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করেছে। এর মধ্যে যেমন বাগ্মীতার প্রশ্ন (২-৩, ৭-৯, ১১-১৩, ১৪) বর্তমান, ঠিক একই ভাবে, নির্দিষ্ট মন্তব্যও (৪-৬, ১০, ১৫-১৬) বর্তমান। এর দ্বারা ইলীফস চেয়েছে, ইয়োব নিজের সম্বন্ধে যে নির্দোষতার কথা বলছে, তা যেন ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অংশে ইলীফস ইয়োবকে তার কথার প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেছে (১৭-১৯)। এরপর, একজন জ্ঞানবান ব্যক্তির ন্যায় ইলীফস দুষ্ট ব্যক্তির পরিণতিকে বর্ণনা করেছে (২০-৩৫)। ইলীফসের বক্তব্য হল, এমন দুষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই ঈশ্বরের ক্রোধ বহন করতে বাধ্য হবে। সরাসরি না হলেও, এই কথার দ্বারা ইলীফস ইয়োবকে আগামী মারাত্মক পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে অনুতাপ করতে চেতনা দিতে চেয়েছে।

১। প্রজ্ঞা সম্বন্ধে ইয়োব যে দাবি করেছে, ইলীফস তাকে অস্বীকার করেছে (২-১৬)- প্রথম বক্তব্যের ন্যায় (৪:২), এখানেও ইলীফস প্রথমে ইয়োবকে একটি বাগ্মীতার প্রশ্ন ছুড়েছে, যার নেতিবাচক উত্তর সে নিজে আশা করছে। ***"জ্ঞানবান কি বায়ুর ন্যায় জ্ঞানসহ উত্তর করবে? সে কি পূর্বীয় বায়ুতে উদর পূর্ণ করবে? সে কি অনর্থক কথায় বিবাদ করবে? সে কি নিষ্ফল বাক্য কহিবে?"*** এর আগে ১২:৩ পদে ও ১৩:২ পদে, ইয়োব দাবি করেছে যে, ***"তোমাদের ন্যায় আমারও বুদ্ধি আছে, . . . তোমরা যা জান, আমিও তা জানি।"*** ইলীফস এখানে ইয়োবের সেই দাবিকে খণ্ডণ করেছে। তাই, ইলীফস ইয়োবকে বিদ্রুপ করে বলেছে যে, ইয়োবের সমস্ত কথা তার উদর থেকে বের হয়, যা পূর্বীয় বায়ু অর্থাৎ গরম বাতাসে পূর্ণ (যা মরুভূমিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়)। তাই, ইলীফসের প্রশ্ন ইয়োব (জ্ঞানবান) কীভাবে নিজেকে জ্ঞানবান মনে করতে পারে? তার তো কথার কোনও মূল্য নেই।

ইলীফসের যুক্তি হল, এমন কাজের দ্বারা ইয়োব ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ধ্বংস করছে (৪ পদ)। এই যুক্তির পক্ষে ইলীফসের প্রমাণ হল, ইয়োবের নিজের মুখের কথা (৫ পদ)। কারণ ইয়োবের মন্দ আচরণ তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ইয়োবেকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাই, ইলীফসের কথা, ***"তোমারই মুখ তোমাকে দুষিতেছে, আমি নই"*** (৬ পদ)। এই কথার দ্বারা ইলীফস ইয়োবের দুশ্চিন্তার সুরেই কথা বলেছে, কারণ ৯:২০ পদে ইয়োব এমন দুশ্চিন্তাই করেছিল। এখন, ইয়োব যে তার দুঃখ ভোগের মধ্যে প্রকৃত কারণের খোঁজ করে চলেছে, তা ইলীফস জানে না; তাই সে ইয়োবের কথাকে টেনেই ইয়োবকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৭-৮ পদে, তীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা ইলীফস ইয়োবের দাবিকে (১২:৩, ১৩:২) খণ্ডণ করেছে। ইয়োব বলেছিল যে, তার বুদ্ধি কোনও অংশে তার বন্ধুদের থেকে কম নয়। ইলীফস সেই কথাকে ধরে এক ধাপ এগিয়ে গেছে, এবং ইয়োবের কথাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে,

অন্যদের থেকে ইয়োব অনেক বেশি বুদ্ধির অধিকারী। তাই, ইলীফস ইয়োবকে ৩টি প্রশ্ন করেছে, ক) মানুষদের মাঝে ইয়োব কি প্রথমজাত? খ) ইয়োব কি ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রণা শুনেছে? গ) ইয়োব কি সমস্ত প্রজ্ঞা আত্মস্যাৎ করেছে?

৯-১০ পদে, ইলীফস ইয়োবকে সরাসরি প্রশ্ন করেছে, "*আমরা জানি না, এমন কী তোমার জানা আছে?*" অবশ্য এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে, "কিছুই নয়।" ইলীফসের কথায় ইয়োব কখনও তার বন্ধুদের থেকে বেশি জ্ঞানবান নয়, কারণ ইয়োব কোনও সত্য জ্ঞানের দাবি করতে পারে না। পরিবর্তে, তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ (বিশেষ করে ইলীফস নিজে) বয়সে বড় হওয়ায়, তাদের জ্ঞান ইয়োবের থেকে অনেক বেশি (পক্ককেশ ও বৃদ্ধেরা আমাদের মধ্যে আছেন)।

১১ পদে, ইলীফস ইয়োবকে এই বলে দোষী সাব্যস্ত করেছে যে, ইয়োব ঈশ্বরের সান্ত্বনা বাক্যকে তুচ্ছ করেছে। কারণ, ইয়োবের বন্ধুরা ঈশ্বরের সান্ত্বনা বাক্য, তথা কোমল আলাপ শুনিয়েছে, কিন্তু ইয়োব তা গ্রহণ করেনি।

১২-১৩ পদে, ইয়োবের প্রতি ইলীফস দুটি প্রশ্ন করেছে, "*তোমার মন কেন তোমাকে বিপথে টানে? তোমার চোখ কেন মিটমিট করে?*" প্রাচ্যের চিন্তায় মন হল মানুষের ইচ্ছা ও যুক্তির কেন্দ্র। আবার চোখ হৃদয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ, কারণ তা হৃদয়কে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তাই, ইলীফস ইয়োবের আচরণকে মনকে বিপথে পরিচালিত করা বা চোখ মিটমিট করার সঙ্গে তুলনা করেছে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইয়োবের ক্রোধকেই প্রকাশ করেছে। ইলীফসের চিন্তায় ইয়োবের এমন ক্রোধের কারণ তার নিরাশাগ্রস্ত গর্ব।

১৪-১৬ পদে, ইলীফস ঘোষণা করেছে যে, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র বা ধার্মিক হওয়া অসম্ভব; যেহেতু, অবলাজাত প্রত্যেকে স্বভাবতঃ নৈতিকভাবে দুর্বল। মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া কতখানি অসম্ভব, তা বর্ণনা করতে গিয়ে ইলীফস বলেছে যে, "*ঈশ্বর নিজের পবিত্রগণকেও (অর্থাৎ স্বর্গদূতদেরও, ৫:১) বিশ্বাস করেন না।*" মানুষ, যে তার প্রকৃতি অনুসারে জলের মতো অধর্ম পান করে (১৬ পদ), নিজেকে পবিত্র সাব্যস্ত করতে পারে না। তাই, ঈশ্বর ইয়োবকে কেন এমন মারাত্মক শাস্তি দিয়েছেন, তা ইলীফসের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন নয়, কেবল তাই নয়, ইলীফস ভাবছে যে, ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি আরও মারাত্মক হবে, যদি-না সে তার মনোভাবের পরিবর্তন করে।

২। দুষ্টদের প্রতি ধিক্কারের দ্বারা ইলীফস ইয়োবকে নির্দেশ দিয়েছে (১৭-৩৫ পদ)- দুষ্টদের প্রতি ধিক্কার উচ্চারণ করার আগে ইলীফস প্রথমে লম্বা ভূমিকার আশ্রয় নিয়েছে। ১৭-১৯ পদের এই ভূমিকায় ইলীফসের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে ইয়োবকে অনুরোধ করা হয়েছে, "*আমি তোমাকে বলি, আমার কথা শোনো, আমি যা দেখেছি, তা প্রচার করব।*" কারণ ইলীফস এই শিক্ষা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে, যা বিদেশিদের দ্বারা তা মলিন হয়নি।

২০ পদে, ইলীফস তার মূল বক্তব্যে প্রবেশ করেছে, "*দুরাচার যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, দুর্দান্তের বৎসর সংখ্যা নিরূপিত হয়।*" এখানে দুরাচার শব্দের অর্থ উৎপীড়ক বা যে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। এমন মানুষ সারাজীবন ধরে কষ্টভোগ করে। ২১ পদে বলা হয়েছে, এমন দুষ্টব্যক্তিকে ভয় ও দুশ্চিন্তা সর্বদা কুরে কুরে খায়। ২২ পদে, তার আত্মবিশ্বাসের অভাবের কথা বলা হয়েছে। ২৩ পদে, এই দুশ্চিন্তা তাকে এতখানি কষ্ট দেয় যে, সে খাবারের খোঁজে ভবঘুরে হতে বাধ্য হয়। সে জানে তার পদে পদে বিপদ।

২৪-২৫ পদে, অন্ধকারের দিন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন এমন দুষ্টকে সর্বদা ভয় দেখায়। যুদ্ধার্থ সসজ্জ রাজার সৈন্যদল যেমন সঙ্কট ও মনস্তাপকে জন্ম দেয়, তেমনই ভয়ে সেই দুষ্ট ভীত হয়; কারণ সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়েছে বা আস্ফালন করেছে।

২৬ পদে, দুষ্ট নিজের প্রাচুর্যের দিনে কাউকে তোয়াক্কা করে না। কিন্তু সে ভুলে গেছে যে, তার এমন জীবনযাত্রা তার সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করেছে (২৭ পদ)। যিরমিয়ও একইভাবে, দুষ্টদের প্রথমে বৃদ্ধি কিন্তু শেষে ঈশ্বরের বিচারে বিচারিত হবার কথা বলেছে (যিরমিয় ৫:২৬-২৮; ২৯)।

২৮ পদে, এই ঔদ্ধত্যের কারণে সেই দুষ্ট মারাত্মক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। সে তার রাজত্ব থেকে বিতাড়িত

হয় এবং উৎসন্ন নগরে বাস করতে বাধ্য হয়। এমন নগরকে ঈশ্বরের শাপের পাত্র জ্ঞান করা হত; যা ধ্বংসাবশেষের আকার ধারণ করেছে।

২৯ পদে, এমন দুষ্ট ব্যক্তি হঠাৎ তার সমস্ত সম্পত্তি হারাবে। এমন দুষ্ট কিছুকালের জন্য ধনবান হলেও, সেই ধন সে চিরকাল ভোগ করতে পারবে না।

৩০ পদে, সেই দুষ্ট অন্ধকারকে এড়াতে পারবে না, অর্থাৎ মৃত্যুকে এড়াতে পারবে না। এই শিক্ষাকে সহজ করে তুলে ধরতে, ইলীফস এখানে একটি গাছের উদাহরণ দিয়েছে। পুরাতন নিয়মে, গাছ সর্বদা ধার্মিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিরূপ (১৪:৭-১০; গীত ১:৩)। কিন্তু এখানে ইলীফস যে গাছের বর্ণনা দিয়েছে, তা প্রচণ্ড উত্তাপ ও জোড়াল বাতাসের ধাক্কায় তার শাখা হারায় ও সমূলে উৎপাটিত হয়।

৩১-৩২ পদে, এমন পরিণতি যে দুষ্টের হতে চলেছে, তার প্রথমাবস্থায় ফিরে যাবার আশা সম্পূর্ণ বৃথা। অনেক কাটা গাছ যদিও পুনরায় শাখা ধরে ও ফল ধরে (১৪:৭-৯), কিন্তু এই দুষ্টব্যক্তি ফল ধরার (কালের পূর্বেই) আগেই শুকিয়ে যাবে, তার শাখাসকল নিস্তেজ হয়ে যাবে।

৩৩ পদে, প্রকৃতি থেকে আরও দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দুষ্ট ব্যক্তির প্রাথমিক উন্নতির কোনও মূল্য নেই। দ্রাক্ষালতায় ফল ধরলেও, তা না পেকে ঝড়ে পড়বে। জিত গাছে ফুল ধরলেও, তা ঝড়ে যাবে।

৩৪-৩৫ পদে, ইলীফস দুষ্টদের অবশ্য পতন বর্ণনা করেছে। **প্রথমত**, দুষ্টদের ব্যর্থতাকে ফলহীন কৃষিকাজের সঙ্গে তুলনা করেছে, "***পামরদের মণ্ডলী বন্ধ্যা হবে।***" দুষ্টদের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং তারা তাদের সাফল্যের জন্য অনেক চেষ্টাও করতে পারে; কিন্তু তারা কখনও ফল ধারণ করতে পারবে না, কারণ তাদের মাটি বন্ধ্যা। তারা তাদের সাফল্যের সন্ধানে উচ্চপদস্থদের উৎকোচ বা ঘুষ দেয়, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হবে না; কারণ, শেষপর্যন্ত আগুন তাদের তাম্বুসকল গ্রাস করবে। আগুন হল ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতীক।

দ্বিতীয়ত, ইলীফস জন্ম-সংক্রান্ত উদাহরণ দিয়েছে। যখন কোনও পশু তার শাবক প্রসব করে, তখন সেই শাবক তার পিতা-মাতার মতো দেখতে ও আচরণের অধিকারী হয়। ঠিক একইভাবে, আমাদের নৈতিক আচরণেও, যদি কেউ অনিষ্ট গর্ভে ধারণ করে, তবে সে অবশ্যই অন্যায় প্রসব করে থাকে (হিতোপদেশ ২২:৮)।

এইভাবে, ইলীফস দুষ্টব্যক্তির ছবি এঁকেছে। এরদ্বারা ইলীফস বলতে চেয়েছে যে, ইয়োবও এমন দুষ্টব্যক্তির একজন। কারণ সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আস্ফালন করেছে (১৫:২৫)। তাই, ইলীফস চাইছে, ইয়োব যেন স্বীকার করে যে, সে একজন মারাত্মক দুষ্টের পরিণতি ভোগ করছে। ইয়োবের প্রথমিক প্রাচুর্য হল ক্ষণস্থায়ী; যা তার আভ্যন্তরীণ মন্দ আচরণকে ঢেকে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর ইয়োবের দুষ্টতার আবরণ খুলে দিয়েছেন। তাই, ঈশ্বরের কাছে ইয়োবকে ফিরিয়ে আনতে ইলীফস দুষ্টের মারাত্মক পরিণতিকে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ, ইলীফস প্রতিদান বা প্রতিশোধ বা সমুচিত শাস্তির তত্ত্বের *(doctrine of retribution)* সত্যতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে।

ইলীফস এই বক্তৃতায় কোনও ভাবে ইয়োবকে সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তার এই বক্তৃতার প্রথমিক উদ্দেশ্য হল ইয়োবকে জ্ঞানবানদের ঐতিহ্য তথা শিক্ষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা। ইয়োব যে সমস্ত দুর্দশা ভোগ করছে, তা তার পাপ বা অপরাধকেই প্রদর্শন করে। অতএব, বাঁচার একমাত্র পথ হল, নিজের পাপ বা অপরাধ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসা।

কিন্তু ইলীফস যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা হল ইয়োবের নির্দিষ্ট পাপকে নির্দেশ করা। কেউ যদি নিজের নির্দিষ্ট পাপ না জানে, সে কীভাবে সেই পাপের মোকাবিলা করতে পারে? আমরাও অনেক সময় আমাদের সহ-বিশ্বাসীদের প্রতি ইলীফসের ন্যায় আচরণ করে থাকি। তাদের প্রতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তার অর্থ উপলব্ধি না করে, বেশিরভাগ সময় তাদের পাপের ফল বলে বিচার চালাই। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতে অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তিনি যা করেন তা বিশ্বাসী আমাদের মঙ্গলের জন্য, তা বিশ্বাস করতে আশীর্বাদ করুন। তাঁর বিশ্বস্ততা মহৎ।